



**WEST BENGAL STATE UNIVERSITY**

B.A. Honours Part-II Examination, 2019

বাংলা

তৃতীয় পত্র

সময়: ৪ ঘণ্টা

পূর্ণমান: ১০০

প্রান্তিক সীমার মধ্যস্থ সংখ্যাটি পূর্ণমান নির্দেশ করে।  
পরীক্ষার্থীরা নিজের ভাষায় যথা সম্ভব শব্দসীমার মধ্যে উত্তর করিবে।

- ১। মিশ্র কলাবৃত্ত (অঙ্করবৃত্ত বা তান - প্রধান) ছন্দের স্বরূপ উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও। ১২
- অথবা
- টীকা লেখোঃ (যে-কোনো তিনটি) ৪×৩ = ১২
- পর্ব, ছত্র, সনেট, মহাপয়ার, যতিলোপ।
- ২। নিম্নলিখিত যে-কোনো দুটি অংশের ছন্দোলিপি রচনা করোঃ ৪×২ = ৮
- (ক) শিবঠাকুরের আপন দেশে,  
আইন কানুন সর্বনেশে।  
কেউ যদি যায় পিছলে পংড়ে,  
প্যায়দা এসে পাকড়ে ধরে,  
কাজির কাছে হয় বিচার –  
একুশ টাকা দণ্ড তার।
- (খ) তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ  
তাই তব জীবনের রথ  
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার  
বারংবার  
তাই  
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।
- (গ) ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী তীরে,  
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে  
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে।
- (ঘ) ভুবনে জয়জয় নিতাই দয়াময় হরয়ে ভবভয় নিজগুণে।  
অধম দূরগত তাহারে উনমত করই অবিরত প্রেমদানে।।

- ৩। উপমা অলংকার কাকে বলে? উদাহরণসহ উপমা অলংকারের বিভাগগুলি আলোচনা করো। ১২
- অথবা
- যে-কোনো তিনটি অলংকারের উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করোঃ ৪×৩ = ১২
- শ্লেষ, অপহুতি, সমাসোক্তি, বক্রোক্তি, ব্যতিরেক, দৃষ্টান্ত।
- ৪। নিম্নলিখিত যে-কোনো দুটি উদ্ধৃতির অলংকার নির্ণয় করোঃ ৪×২ = ৮
- (ক) বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়;  
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়  
লভিব মুক্তির স্বাদ।
- (খ) কেড়ে রেখেছি বক্ষে তোমার কমল কোমল পানি।
- (গ) জ্যোৎস্নাতরী বেয়ে তুমি  
ধরার ঘাটে কে আজ এলে?
- (ঘ) এ পুরীর পথ মাঝে যত আছে শিলা  
কঠিন শ্যামার মতো কেহ নাহি আর।
- (ঙ) লুটায় মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ  
মৌন অপমানে।
- ৫। বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যে ‘মাথুর’ পর্যায়ের গুরুত্ব কতখানি? এই শ্রেণির পদের শ্রেষ্ঠ কবির কৃতিত্ব সংক্ষেপে লেখো। ৫+১০
- অথবা
- ‘প্রার্থনা’ ও ‘নিবেদন’ পর্যায়ের পদগুলি কি সমজাতীয়? বিশ্লেষণসহ উভয়পদের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করো। ৫+১০
- ৬। “আগমনী ও বিজয়ার পদগুলিতে ভক্তিভাব ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে মান-অভিমান ও হাসিকান্নায় ভরা গার্হস্থ্যের মর্মস্পর্শী রূপ।” — আলোচনা করো। ১৫
- অথবা
- “শাক্ত কবিমাত্রই ভক্ত তবুও তাঁদের কোনো কোনো পদে মাতৃচরণে কবির খেদ ও অনুযোগের প্রকাশ ঘটেছে।” — “ভক্তের আকৃতি” পর্যায়ের পাঠ্যপদ অবলম্বনে এই মানসিক অবস্থার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ১৫
- ৭। মুকুন্দ চক্রবর্তীর ‘চন্দীমঙ্গল’ কাব্যের ‘গ্রন্থোৎপত্তির কারণ’ অংশে সেকালের সমাজ-বাস্তবতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা নিজের ভাষায় লেখো। ১৫
- অথবা
- ‘বণিকসহ কালকেতুর কথোপকথন’ ও ‘কালকেতুর অঙ্গুরী বিক্রয়’ অংশ অবলম্বনে মুরারি শীল চরিত্রটির পরিচয় দাও। ১৫

- ৮। “বধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।  
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।।”  
— কোন পর্যায়ের পদ ? পদকর্তা কে ? উদ্ধৃতাংশটির ব্যাখ্যা করো।  
অথবা  
“আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ”  
— কোন্ রসপর্যায়ের অন্তর্গত ? পদকর্তা কে ? ‘পেখলুঁ’ শব্দের অর্থ কী ? উদ্ধৃতাংশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।
- ৯। “অতি অবশেষে নিশি, গগনে উদয় শশী,  
বলে উমা, ধরে দে উহারে।”  
— পদকর্তা কে ? কোন্ পর্যায়ের পদ ? উদ্ধৃত অংশটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।  
অথবা  
“বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই  
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই।”  
— পদকর্তা কে ? পর্যায়ের নাম কী ? উদ্ধৃত অংশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।
- ১০। “ বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী।  
আখেটীর ঘরে শোভা পাইবে উর্বরশী ।।”  
— কে, কাকে একথা বলেছে ? উক্তিটির নিহিতার্থ ব্যাখ্যা করো।  
অথবা  
“বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর ।  
লুকাইতে স্থল নাহি অরণ্য - ভিতর।।”  
— কে, কাকে একথা বলেছে ? প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করো।

—x—

